গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩—২০৩২

(Action Plan for Artisanal Vessel Management, 2023—2032)

সেপ্টেম্বর ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩—২০৩২

(Action Plan for Artisanal Vessel Management, 2023—2032)

সেপ্টেম্বর ২০২৩

সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এর ধারা ৬২-এর ক্ষমতাবলে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১৬(৬)-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নরূপ 'আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা' ২০২৩ (Plan of Action for Artisanal Vessel Management 2023) প্রণয়ন করিল:—

'আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা' ২০২৩—২০৩২

(Plan of Action for Artisanal Vessel Management 2023—2032)

১.০ প্রেক্ষাপট (Background):

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বাণিজ্যিক ট্রলার এবং ৮০ ভাগ যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল নৌযানের অবদান। আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী (Small Scale Fishermen)। তাহাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকসংখ্যা এক কোটিরও অধিক। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী (Global) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত যাহা জাতিসংঘের দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ আচরণবিধি (CCRF) ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG)-তেও উল্লেখ রহিয়াছে।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প হইতে ২০২২-২৩ সালে আর্টিসানাল নৌযানের ফ্রেম সার্ভে সম্পন্ন করা হইয়াছে। বর্ণিত ফ্রেম সার্ভের মাধ্যমে মোট ২৯,৮৬১টি আর্টিসানাল নৌযান তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উপকূলীয় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত অধিকাংশ আর্টিসানাল নৌযান নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিয়াছে। মাছের মজুদ রক্ষা ও টেকসই আহরণের জন্য বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য আহরণরত সকল আর্টিসানাল নৌযানকে মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র প্রদানের মাধ্যমে আইন ও বিধিমালার আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এর ধারা ২১ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১৬-তে উপকূলীয় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আর্টিসানাল নৌযানের মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র প্রদানের ক্ষমতা সরাসরি সংশ্লিষ্ট মৎস্য দপ্তরকে অর্পণ করা হইয়াছে।

২.০ কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ (Time frame): এই কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ হইবে ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত মোট ১০ বছর।

৩.০ লক্ষ্য (Vision): নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকরণে উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আর্টিসানাল নৌযানসমূহকে আইন ও বিধিমালার আওতায় আনয়ন।

৪.০ উদ্দেশ্য (Objective):

৪.১ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২ এর চাহিদা পূরণ;

৪.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের টেকসই আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিধি-বিধান-এর সহিত সংগতি রাখিয়া দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন;

৪.৩ আর্টিসানাল নৌযান ও এর মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) নিশ্চিতকরণ;

৪.৪ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ;

৪.৫ দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (CCRF) অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;

৪.৬ সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগী মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ;

৪.৭ জাতীয় মৎস্য নৌযান (আর্টিসানাল) রেজিস্টার তৈরি ও তথ্য হালনাগাদকরণ;

৪.৮ আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান ও নবায়ন;

৪.৯ আর্টিসানাল নৌযানের জন্য সুনির্দিষ্ট রংকরণ ও প্রতিটি নৌযানের গায়ে শনাক্তকরণ নম্বর প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

৪.১০ আহরিত মৎস্য খালাসের জন্য সুনির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্র নির্ধারণ; এবং

৪.১১ আহরিত মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

৫.০ ব্যাপ্তি (Scope):

৫.১ সরকার কর্তৃক আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী ঘোষিত জলসীমা;

৫.২ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা সংলগ্ন উপকূলীয় জেলা ও উপজেলা; বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা অর্থে দেশীয় কোনো আইন দ্বারা ঘোষিত জলসীমা বা UNCLOS 1982 অনুযায়ী ঘোষিত জলসীমা;

৫.৩ সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় জেলা ও উপজেলার সকল আর্টিসানাল নৌযান, উপকূল ও সমুদ্র হইতে মৎস্য আহরণ কর্মকাণ্ড, জাল ও সরঞ্জাম, অবতরণকেন্দ্র, পরিবহণ ও বিপণন, মজুদ, মৎস্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা- এই কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত।

৬.০ আইনগত ভিত্তি (Legal framework):

৬.১ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০;

৬.২ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২;

৬.৩ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩;

৬.৪ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩;

৬.৫ The Protection and Conservation of Fish Act, 1950;

৬.৬ The Protection and Conservation of Fish Rules, 1985;

৬.৭ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০;

৬.৮ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২;

৬.৯ The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983; এবং

৬.১০ The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974।

ইহা ব্যতীত জাতিসংঘের UNCLOS, FAO-এর CCRF, IOTC Treaty এবং অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা চুক্তির অধীন নির্দেশাবলি, বাংলাদেশ যাহার সদস্য বা অনুস্বাক্ষরকারী।

৭.০ আর্টিসানাল নৌযানের বর্তমান অবস্থা (Present status of the Artisanal Vessel):

৭.১ আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক আহরিত মৎস্যসম্পদ (Harvested fishes by Artisanal Vessel)-

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রহিয়াছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, কাঁকড়া, প্রবাল ও শৈবালসহ নানাবিধ জলজ সম্পদের জীববৈচিত্র্যের বিপুল সমাহার। আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান কর্তৃক এ সকল জলজসম্পদের কিছু লক্ষিত প্রজাতি (Target species) হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে আবার কিছু কিছু বাই-ক্যাচ হিসাবে আহরিত হইয়া থাকে।

- প্রধান বাণিজ্যিক মাছের প্রজাতিসমূহের নাম ঃ ইলিশ, সার্ডিন, লাক্ষা, তাইল্যা, রূপচান্দা, ছুরি, দাতিনা, রাঙ্গাচৌকা, ফাইস্যা, পোয়া, কাটামাছ, লইট্যা, কামিলা, তুলার ডান্ডি, কই কোরাল, চেউয়া ইত্যাদি।

- বাণিজ্যিক চিংড়ির প্রজাতির নাম ঃ বাগদা, চাগা, হরিনা, রুড়া ও গুড়া ইচা ইত্যাদি।
- সম্ভাবনাময় অপ্রচলিত (নন-কনভেনশন্যাল) প্রজাতি ঃ টুনা, পাখি মাছ, ফ্ল্যাটফিশ ও সামুদ্রিক ইল, কাঁকড়া, অক্টোপাস, ওয়েস্টার, ললিগো, সেপিয়া, সমুদ্র শশা (Sea Cucumber), তারা মাছ (Star Fish), সমুদ্র শৈবাল (Sea Weed) ইত্যাদি।

উপকূলীয় ও সমুদ্রের অগভীর এলাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ি ও মৎস্য প্রজাতির নার্সারি গ্রাউন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সকল নার্সারি গ্রাউন্ডে অবৈধ পোনা, কিশোর মাছ, মা-চিংড়ি আহরণের ফলে মৎস্যসম্পদের বিশেষতঃ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির ক্রমহ্রাস পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা ছাড়াও সমুদ্র দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য সম্পদের প্রজনন, বৃদ্ধি, প্রাচুর্যতা, বিস্তৃতি ও অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব হিসাবে বিবেচিত।

৭.২ মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামাদি (Gears & Crafts used in Artisanal Vessel)-

আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে প্রধানতঃ নানা আকারের ফাঁস জাল (Gill net) ও বেহুন্দি জাল (Set bag net) ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে টানা জাল (Seine net), বিভিন্ন মাপের বড়শি (Hook and Line, Long line) ও নানা ধরনের 'চাঁই' বা ফাঁদ (Trap)। ফাঁস জাল আবার দুই ধরনের-ভাসাজাল (Drift gill net) ও ডুবা জাল (Bottom set gill net)। ফাঁসের মাপ ও আকারভেদে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নামে ফাঁস জালের পরিচিতি রহিয়াছে- যেমন: ইলিশ জাল, ছান্দি জাল, কাঠিজাল, টংজাল, কোরাল জাল, লাক্ষা জাল, হাঙ্গর জাল, বাটাজাল, ফইল্যা জাল, পোয়াজাল, ফাঁইস্যাজাল, হুন্দ্রাজাল, ডুবাজাল, তিন-পরল্যা জাল ইত্যাদি। মোহনা ও উপকূলীয় নদীনালায় ছোট আকারের যে সকল বেহুন্দি জাল ব্যবহৃত হয় সেইগুলিকে 'মোহনা বেহুন্দি জাল' বলে এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও কিছুটা গভীর সমুদ্রে যে সকল বড় আকারের বেহুন্দি জাল দ্বারা মাছ ধরা হয় সেইগুলিকে 'সাগর বেহুন্দি জাল' বলা হয়। আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা বড়শি ও 'হাজারী বড়শি' ব্যবহার করিয়া পোয়া মাছ, কাটা মাছ ও হাঙ্গর ইত্যাদি আহরিত হয়। আর্টিসানাল নৌযানে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য জাল ও সরঞ্জামাদির বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হইল:

টেবিল ০১: উপকূলীয় ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জাল-সরঞ্জামাদির ধরণভিত্তিক পরিসংখ্যান

ক্র.নং	জাল-সরঞ্জামাদির নাম	মোট সংখ্যা
১	২	৩
ক	বেহুন্দি জাল (Set bag net): (মোহনা বেহুন্দি/চাকজাল, সামুদ্রিক বেহুন্দি)	৪৯,১৬৩
খ	ফাঁস জাল (Gill net): (ইলিশ জাল,ছান্দিজাল, ভাসান জাল, কাঠি জাল, টং জাল, কোনা ,মাইট্যা জাল, ফইল্যা জাল, পোয়া জাল, ডুবা জাল, শীল জাল, হুন্দ্রা জাল)	১,৩২,৭৪৮
গ	বেড়জাল (Seine net): (বেড় জাল, চাপিলা জাল, টানা জাল, মইল্যা জাল)	৪৭১
ঘ	বরশি (Hook and Line):	১,৭৯৯
ঙ	খেপলা জাল (Cast net):	৬৭
চ	অন্যান্য জাল-সরঞ্জামাদি (Other Gears): (চরঘেরা/খাল ঘেরা, তাকড়ী, পোনাজাল/মশারী জাল)	৫,৭৭৫
	মোট:	১,৯০,০২৩

তথ্য সূত্র: ফ্রেম সার্ভে, মৎস্য অধিদপ্তর, ২০২৩

৭.৩ উপকূলীয় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র (Coastal Fish Landing Centre)-

আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা আহরিত মৎস্য প্রায় ২১২টি সরকারি-বেসরকারি অবতরণকেন্দ্রে অবতরণ করা হয়। বিএফডিসি পরিচালিত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরগুনা (পাথরঘাটা) ও বরিশালে সরকারি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী/স্থানীয় অবতরণ কেন্দ্র রহিয়াছে। বেসরকারি এই সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র হইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক অবতরণ কেন্দ্র বা ঘাটকে সরকারীভাবে তালিকাভুক্ত করিয়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: মাছ নামানোর জেটি, সাময়িকভাবে মাছ জমা রাখার জন্য ছাউনীওয়ালা পাকা জায়গা, বরফ ও পানি সরবরাহ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অবতরণ কেন্দ্রসমূহে দৈনন্দিন মৎস্য অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা নিশ্চিত করিতে পারিলে একদিকে মাছের গুণাগুণ রক্ষা পাইবে অন্যদিকে প্রাকৃতিক উৎস হইতে আহরিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হইবে।

৭.৪ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় (Coastal Fishers of Artisanal Fisheries)-

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, মোহনাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, প্যারাবনাঞ্চল এবং মিঠা পানির জলাশয়ের সক্রিয় জোয়ার-ভাটার প্রভাবিত অংশকে উপকূলীয় অঞ্চলভুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয়। উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা দুইটিই উপকূলের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সকল জেলে সম্প্রদায় আর্টিসানাল নৌযান সহযোগে বিভিন্ন জাল, বড়শি ও ফাঁদ দ্বারা স্বল্প মুলধন বিনিয়োগ করে উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরে। উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

৭.৫ আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান (Artisanal Fishing Vessel)-

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে প্রধানতঃ কাঠের তৈরি নৌযান ব্যবহৃত হয়। একসময় অযান্ত্রিক নৌকায় পাল ও দাঁড় ব্যবহার করে মাছ ধরা হইতো। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে ডেনমার্কের সহায়তায় ডেনিশ (Danish) নৌযানের আদলে কাঠের তৈরি ইঞ্জিনচালিত মৎস্য নৌযানের ব্যবহার শুরু হইলে তা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এসব মৎস্য নৌযানে সাধারণতঃ ২০-৫০ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইলিশ ধরার ফাঁস জাল দিয়া মাছ ধরা হইতো। পরবর্তীতে কম দামের উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের আমদানি শুরু হইলে দ্রুততম সময়ে দাঁড়টানা নৌকাও যান্ত্রিক নৌযানে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এইসকল নৌযান চালনার জন্য তেমন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না ও কায়িক পরিশ্রম অনেকটাই কম। এই ভাবেই বিগত দুই দশকে অযান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা কমিয়া যায় এবং যান্ত্রিক নৌযানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। বর্তমানে ২০-২০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনচালিত প্রায় ৩০ হাজার আর্টিসানাল নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রহিয়াছে।

৮.০ আর্টিসানাল নৌযানের জরিপ ও তথ্য হালনাগাদকরণ (Survey of Artisanal Vessels and updates):

৮.১ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সাসটেইনেবল কোস্টাল ও মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প" হইতে বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় আর্টিসানাল নৌযান এবং এর জাল-সরঞ্জামাদির ফ্রেম সার্ভে সম্পন্ন করা হইয়াছে। মোট ১৯৫ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে এই পর্যন্ত ২৯,৮৬১টি আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান চিহ্নিত করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। বর্তমানে সংগৃহীত আর্টিসানাল নৌযানের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হইতেছে। ২০২৩ সালের মধ্যে এই জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৮.২ "সাসটেইনেবল কোস্টাল ও মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের" মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের National Data Centre-এ ২৯,৮৬১টি আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের তথ্য আপলোড করা হইয়াছে। যাহা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সংশোধন করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরসমূহ ডিজিটাল রেজিস্টারে সংরক্ষিত নৌযান ও জাল-সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করিবেন।

৮.৩ ২০২৪ সাল হইতে উপকূলীয় ১৪টি জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তর (জেলা মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আর্টিসানাল নৌযানের তথ্য হালনাগাদ করিবে।

৮.৪ পরিচালক (সামুদ্রিক) প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত National Data Centre-এই হালনাগদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল) এর তথ্য হালনাগাদ করিবেন এবং ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল) এর হালনাগাদ তথ্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মহাপরিচালক হালনাগাদকৃত মৎস্য নৌযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

৯.০ জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল) [National Fishing Vessel Register (Artisanal)]:

৯.১ পরিচালক (সামুদ্রিক) নির্দিষ্ট ছকে একটি জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিষ্টার প্রস্তুত করিবেন এবং প্রতিবছর হালনাগাদ করিবেন।

৯.২ অনুচ্ছেদ ৮.৪ অনুযায়ী পরিচালক (সামুদ্রিক) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০.০ অনুমতিপত্র (Letter of Permission) প্রদান ও নবায়ন:

১০.১ প্রত্যেক আর্টিসানাল নৌযানের মালিককে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে পরিচালক (সামুদ্রিক) বা তাঁহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে (ফরম-৯ ও ফরম-১০);

১০.২ আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্রের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বছর এবং অনুমতি পত্রের জন্য সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করিতে হইবে;

১০.৩ আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০২৪ হইতে ২০২৮ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে;

১০.৪ এক্ষেত্রে প্রতি বছর নৌযানের তালিকা হালনাগাদ করার পর মোট সক্রিয় নৌযানের সংখ্যা কম বা বেশি হইতে পারে এবং সরকার নৌযানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া না দিলে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হইবার পরও হালনাগাদের ভিত্তিতে নতুন অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে;

১০.৫ পর্যায়ক্রমে সকল আর্টিসানাল নৌযানের জন্য ২০২৪ সালে ন্যূনতম ৩০%, ২০২৫ সালে ২৫%, ২০২৬ সালে ১৫%, ২০২৭ সালে ১৫% এবং ২০২৮ সালে অবশিষ্ট ১৫% অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে;

১০.৬ অনুরূপভাবে অনুমতি পত্র প্রদানের ৩য় বছর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই অনুমতি পত্র নবায়ন কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে তাহা চালু থাকিবে (ফরম ১১);

১০.৭ অনুমতিপত্র (Letter of Permission) প্রদান প্রক্রিয়া:

১০.৭.১ পরিচালক (সামুদ্রিক) সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের আর্টিসানাল নৌযানকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণের নিমিত্ত অনুমতিপত্র প্রদান ও নবায়ন করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় উপজেলাসমূহের সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্য কোন কর্মকর্তাকে প্রদান করিবেন;

১০.৭.২ আবেদনকারী পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বরাবর অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;

১০.৭.৩ আর্টিসানাল নৌযানের মালিককে তাহার মালিকানাধীন নৌযান পরিচালনার অনুমতির জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এর ধারা-২১ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি-১৬ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩ এর নির্দেশনা নং- ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ অনুসরণপূর্বক বিধিমালার 'ফরম-৯' পূরণপূর্বক পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে;

১০.৭.৪ আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে—

(ক) নৌযানের মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর ফটোকপি;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মালিকানা সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র;

(গ) নৌযানের ৩ (তিন) ধরনের ছবি (নামাঙ্কিত উভয় পার্শ্বের পূর্ণাঙ্গ দৈর্ঘ্য ও পিছনের অংশ);

(ঘ) নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ নির্মাণকারীর ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন্ জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রত্যয়ন পত্র;

(ঙ) ইঞ্জিনের বিবরণ (ইঞ্জিনের নম্বর, মডেল, অশ্বশক্তি (BHP));

(চ) নৌযানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা (মিটার) এবং ফিশ হোল্ডের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাসহ (মিটার) মোট আয়তন (কিউবিক মিটার);

(ছ) ব্যবহৃত জাল-সরঞ্জামের তথ্য;

(জ) মালিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত নাবিক তালিকা;

(ঝ) অনুমতিপত্রের নির্ধারিত ফি এর চালান (মূল কপি);

১০.৭.৫ আর্টিসানাল নৌযানের মালিকের আবেদন বিবেচিত হলে পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নৌযানটিকে সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া নির্দিষ্ট ছকে প্রতিবেদন তৈরি করিবেন;

১০.৭.৬ পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নৌযানের সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিয়া একটি নথি তৈরীপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন এবং নৌযান মালিককে বিধিমালার 'ফরম-১০' মোতাবেক ৩ (তিন) বছরের জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করিবেন;

১০.৭.৮ সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি মাস শেষে নতুন অনুমতিপত্র ও নবায়নকৃত অনুমতিপত্র এর প্রতিবেদন পরিচালক (সামুদ্রিক)-কে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

১০.৭.৯ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনলাইন প্লাটফর্মে সহজিকরণ করিতে হইবে; তবে অনলাইন প্রক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালিত হইবে;

১০.৮ অনুমতি পত্র (Letter of Permission) নবায়ন প্রক্রিয়া:

১০.৮.১ বিধি ১৭ অনুযায়ী আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়ন কার্যক্রম চলিবে;

১০.৮.২ বিধি ১৭ (৩) অনুযায়ী নৌযানটির বিষয়ে পরিচালক (সামুদ্রিক) বা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিগত বছরগুলোর কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবেন (ফরম-১); মূল্যায়নকালে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন—

(ক) আইন বা বিধি মোতাবেক মৎস্য আহরণ করা হইয়াছে কি না;

(খ) নিয়মিত আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান করিতেছে কি না;

(গ) নৌযানটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কি না [৩(তিন) বারের অধিক অভিযুক্ত হইলে অনুমতিপত্র নবায়ন করা যাইবে না];

(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম (প্রত্যেক নাবিকের জন্য লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়া, বালির বালতি, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ইত্যাদি নৌযানে থাকিতে হইবে) আছে কি না;

(ঙ) 'জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার'-এ হালনাগাদ তথ্য আছে কি না।

১১.০ আহরিত মৎস্য খালাসকরণ (Landing of harvested fish):

(ক) আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনকারী তাঁহার আবেদনপত্রে Port of Registry ছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভূক্ত আরও ১ (এক)টি Fish Landing Centre-এ আহরিত মৎস্য খালাস করিতে পারিবেন;

(খ) অনুমোদিত Fish Landing Centre ছাড়া অন্য কোথাও আহরিত মৎস্য খালাস করিতে পারিবেন না;

(গ) তবে মালিক/ মাঝি প্রতিকূল আবহাওয়া বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নৌযানের নিরাপত্তার স্বার্থে কাছাকাছি যে কোন Fish Landing Centre-এ নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ বা আহরিত মৎস্য খালাস করিতে পারিবেন। Fish Landing Centre-এ অবস্থানের বিষয়টি পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

১২.০ আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান (Information on harvested fish):

আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ কৌশল নির্ধারণ, সামুদ্রিক মৎস্যের মজুদ নির্ণয় ও সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত আর্টিসানাল নৌযানের আহরিত মৎস্যের পরিমাণ সঠিকভাবে জানা অতীব প্রয়োজন। তাহার প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক দেশের উপকূলীয় ১৪টি জেলার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অবতরণ কেন্দ্র হইতে আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক আহরিত মাছের মোট অবতরণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে ফিশিং ইউনিট ভিত্তিক (fishing unit based) ক্যাচ এবং ইফোর্ট তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রহিয়াছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ সাল হইতে দেশের উপকূলীয় ২১২টি অবতরণ কেন্দ্র হইতে kobo Toolbox প্লাটফর্মে আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক আহরিত মৎস্যের ফিশিং ইউনিট ভিত্তিক (fishing unit based) ক্যাচ এবং ইফোর্ট তথ্য সংগ্রহের পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হইতেছে। ভবিষ্যতে আর্টিসানাল মৎস্যের তথ্য আরও সঠিকভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করিতে হইবে:

১২.১ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১৬(১১) মোতাবেক অনুমতিপ্রাপ্ত আর্টিসানাল নৌযানকে নির্দিষ্টকৃত ফরমে আহরিত মাছের তথ্য প্রদান করিতে হইবে ;

১২.২ কর্মপরিকল্পনার প্রথম ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ২০২৩-২০২৫ সালের মধ্যে আর্টিসানাল নৌযানগুলিকে নির্দিষ্টকৃত ফরমে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করা হইবে; এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বাছাইকৃত আর্টিসানাল নৌযানে পাইলটিং করা হইবে;

১২.৩ ২০২৬ সাল হইতে আর্টিসানাল নৌযানে লগ-বুকের মাধ্যমে আহরিত মৎস্যের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে; প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়া নির্দিষ্টকৃত আর্টিসানাল নৌযানে পাইলটিং করা হইবে;

১২.৪ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১৬(১০) মোতাবেক অনুমতিপ্রাপ্ত আর্টিসানাল নৌযান নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো অবতরণ কেন্দ্রে আহরিত মৎস্য অবতরণ করিতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে অনুমতিপত্রে প্রতিটি নৌযানের জন্য একটি মুখ্য অবতরণ কেন্দ্র (Port of Registry) এবং একটি বিকল্প অবতরণ (Alternative Landing Port) কেন্দ্রের নাম উল্লেখ থাকিবে এবং আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্রের নির্দিষ্টকৃত ফরমের ১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত নৌযানের আহরিত মৎস্য নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে;

১২.৫ অনুমতিপ্রাপ্ত অবতরণ কেন্দ্র ব্যতিত অন্য কোন অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ না করা বা অন্য কোনো নৌযানে আহরিত মৎস্য হস্তান্তর নিষিদ্ধ মর্মে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে;

১২.৬ সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে দেশের সমগ্র উপকূলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অবতরণ কেন্দ্র হইতে আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক আহরিত ফিশিং ইউনিট ভিত্তিক (fishing unit based) ক্যাচ এবং ইফোর্ট তথ্য ইলেট্রনিক মাধ্যমে সংগ্রহ কার্যক্রম চালু থাকিবে;

১২.৭ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে;

১২.৮ মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় উপজেলা মৎস্য দপ্তর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে তাহা সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে সরবরাহ করবে; সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় মৎস্য দপ্তর তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে:

১২.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার শ্রেণি অনুযায়ী আর্টিসানাল নৌযান হইতে ইলেকট্রনিক লগ-বুক এর মাধ্যমে আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা হইবে; একই সময়ে মৎস্য আড়ৎগুলিকে প্রজাতিভিত্তিক মৎস্য আহরণ ও বিক্রয়ের তথ্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদানের জন্য নিয়মিত তদারকির আওতায় আনা হইবে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য সরবরাহে আড়তগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হইবে।

১৩.০ আর্টিসানাল নৌযান পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring Control and Surveillance (MCS) of Artisanal Vessel):

নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩১ অনুযায়ী মহাপরিচালক বিগত মে, ২০২৩ সালে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩ জারি করেন এবং এই নির্দেশমালার ১৪(গ) নং অনুচ্ছেদে আর্টিসানাল নৌযানের পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে নির্দেশনা রহিয়াছে;

১৩.১ নির্দেশনা ১৪(গ) অনুসরণ করিয়া প্রতিটি আর্টিসানাল নৌযান মালিককে নিজ অর্থায়নে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে AIS ট্রান্সপন্ডার বা GSM ডিভাইস স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপিত AIS ও/বা GSM ডিভাইস মৎস্য অধিদপ্তরের ভেসেল মনিটরিং সিস্টেমে (VMS) সার্বক্ষণিক সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

১৩.২ স্থাপিত AIS ও/বা GSM পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশমালার ১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণ করিতে হইবে;

১৩.৩ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে;

১৩.৪ মৎস্য অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে MCS কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ফিশারিজ মনিটরিং সেন্টার (FMC) পরিচালনা করিবে। আর্টিসানাল নৌযানসমূহ FMC এর আওতাভূক্ত থাকিবে;

১৩.৫ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণসহ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ অনুযায়ী স্থানীয় উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা দপ্তরের সমন্বয়ে আইন বাস্তবায়ন করিবে।

১৪.০ আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রংকরণ ও সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান (Specific colour for Artisanal Vessels and Identification Number):

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১৬ (৭) মোতাবেক মহাপরিচালক, আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত রং এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিটি আর্টিসানাল নৌযানের গায়ে সনাক্তকরণ নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহা প্রত্যেকটি আর্টিসানাল নৌযানের জন্য পৃথক হইবে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২ এর ৮.২.৯ উপ-অনুচ্ছেদে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের পৃথক পৃথক ক্রমিক নম্বরসহ নির্দিষ্ট রং করিবার বিষয়টি উল্লেখ রহিয়াছে।

১৪.১ আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রংকরণ—

১৪.১.১ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর 'সংযুক্তি-১' -এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করিলেন;

১৪.১.২ ২০২৩ সালে আর্টিসানাল নৌযানের ফ্রেম সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে অর্থাৎ ২০২৪ সাল হইতে সকল আর্টিসানাল নৌযানের মালিককে অনুমতিপত্র গ্রহণকালে তাঁহার নৌযান মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট রং করিতে হইবে এবং ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০২৪ হইতে ২০২৮ সালের মধ্যে অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্যায়ক্রমে তাহা সম্পন্ন হইবে;

১৪.১.৩ পর্যায়ক্রমে সকল আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রংকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হইবে ২০২৪ সালে মোট আর্টিসানাল নৌযানের ন্যূনতম ৩০%, ২০২৫ সালে ২৫%, ২০২৬ সালে ১৫%, ২০২৭ সালে ১৫% এবং ২০২৮ সালে অবশিষ্ট ১৫%;

১৪.১.৪. পরিচালক বা তাঁহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে তাহা বাস্তবায়ন করিবেন; এই কাজে প্রয়োজনে আর্টিসানাল নৌযান মালিক সমিতি/সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা নেওয়া হইবে।

১৪.২ আর্টিসানাল নৌযানের সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান—

১৪.২.১ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ২০২৩ সালের মধ্যে আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করার পাশাপাশি উক্ত রং এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জেলা ও উপজেলা কোড (জিও কোড) অনুসরণ করিয়া আর্টিসানাল নৌযানের জন্য একটি সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া চালু করিবেন;

১৪.২.২ অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিটি আর্টিসানাল নৌযানের গায়ের দৃশ্যমান অংশে নৌযানের মালিককে নিজ খরচে এই সনাক্তকরণ নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

১৪.২.৩ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩২(১) মোতাবেক আর্টিসানাল নৌযানের নামের পূর্বে খোদাই করিয়া দৃশ্যমান আকারে নৌযানের সামনের দিকে বামপাশে বাংলায় এফ বি (ফিশিং বোট) এবং ডানপাশে ইংরেজিতে F B (Fishing Boat) লিখিতে হইবে, ইহার সাথে সামাঞ্জস্য রাখিয়া বাংলা ও ইংরেজিতে নৌযানের নামের নিচে সনাক্তকরণ নম্বর লিখিতে হইবে;

১৪.২.৪ সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হইবে;

১৫.০ বাস্তবায়ন কৌশল (Strategy):

১৫.১ আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণ করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা;

১৫.২ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইবে;

১৫.৩ প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সংস্থা বা দপ্তরের সহায়তা গ্রহণ;

১৫.৪ আর্টিসানাল নৌযান মালিক ও জেলেদের মাঝে আইন প্রতিপালনে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সহ-ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সেমিনার, প্রচারণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

১৫.৫ আইন, বিধি, নির্দেশমালা এবং এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা;

১৫.৬ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

১৫.৭ আইসিটি এর সহায়তা গ্রহণ;

১৫.৮ সরকার এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিবেন এবং

১৫.৯ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬.০ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ (Updates of Plan of Action):

১৬.১ মহাপরিচালক এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা মোকাবেলায় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রটোকল, চুক্তি, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসারে প্রচলিত বিধি-বিধান, আইন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয়তার আলোকে কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং হালনাগাদকৃত কর্মপরিকল্পনা সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করিবেন;

১৬.২ মহাপরিচালক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণের সময় প্রয়োজনে একটি স্থায়ী/অস্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবেন;

১৬.৩ হালনাগাদকৃত কর্মপরিকল্পনা বা কর্মপরিকল্পনার অংশ এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হইবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইহা কার্যকর হইবে।

১৭.০ ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ (English version):

১৭.১ এই কর্মপরিকল্পনা কার্যকর হইবার পর মহাপরিচালক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১৭.২ এ নির্দেশমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

শব্দ সংক্ষেপ

AIS	Automatic Identification System
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries
CPUE	Catch Per Unit Effort
EEZ	Exclusive Economic Zone

FAO	Food and Agricultural Organization of the United Nations
GPS	Geographical Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communication
IOTC	Indian Ocean Tuna Commission
IUU	Illegal, Unreported and Unregulated
MCS	Monitoring, Control and Surveillance
MFO	Marine Fisheries Office
MFSMU	Marine Fisheries Survey Management Unit
SCMFP	Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
উ:ম:দ:	উপজেলা মৎস্য দপ্তর

এক নজরে আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action for Artisanal Vessels Management)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০	২০৩১	২০৩২
	আর্টিসানাল নৌযানের জরিপ ও তথ্য হালনাগাদকরণ											
১	আর্টিসানাল নৌযান ও এর জাল-সরঞ্জামের ফ্রেম সার্ভে	SCMFP	√									
২	আর্টিসানাল নৌযানের বার্ষিক তথ্য হালনাগাদকরণ	MFO ও উ: ম: দ:		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
	জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল)											
৩	জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল) তৈরী	MFO	√									
৪	জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার (আর্টিসানাল) হালনাগাদকরণ	MFO		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
	অনুমতিপত্র (Letter of Permission) প্রদান ও নবায়ন											
৫	আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান	MFO ও উ: ম: দ:		√ ৩০%	√ ২৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√*	√*	√*	√*
৬	আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়ন	MFO ও উ: ম: দ:				√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
৭	**আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান**											
৮	নির্বাচিত ৬০টি কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ	MFSMU ও উ: ম: দ:	√*	√*	√*	√*	√*	√*				
৯	২১২টি অবতরণ কেন্দ্র হতে kobo Toolbox প্লাটফর্মে তথ্য সংগ্রহের পাইলটিং কার্যক্রম	SCMFP	√	√	√							
১০	লগ-বুকের মাধ্যমে তথ্য প্রদান/সংগ্রহ	MFSMU ও উ: ম: দ:				√	√*	√*	√*	√*	√*	√*
১১	আদর্শ (Model) অবতরণ কেন্দ্র বাছাই	MFSMU ও উ: ম: দ:						√				
১২	আদর্শ (Model) অবতরণ কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ	MFSMU ও উ: ম: দ:							√*	√*	√*	√*
১৩	ইলেকট্রনিক লগ-বুক এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান	MFSMU ও উ: ম: দ:								√	√*	√*
১৪	আড়ৎ হতে এর মাধ্যমে প্রজাতি ভিত্তিক আহরণ ও বিক্রয় তথ্য প্রদান	MFSMU ও উ: ম: দ:								√	√*	√*

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০	২০৩১	২০৩২
১৫	নৌযান মালিক ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদানে সচেতনতা সৃষ্টি	HQ-.মৎস্য অধিদপ্তর, MFO, MFSMU, উ: ম: দ: ও SCMFP	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
১৬	কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন	HQ-মৎস্য অধিদপ্তর ও SCMFP	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
	পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS)											
১৭	নৌযান মালিক কর্তৃক AIS ট্রান্সপন্ডার বা GSM ডিভাইস স্থাপন	নৌযান মালিক, MFO ও উ: ম: দ:			√							
১৮	প্রকল্প কর্তৃক AIS ট্রান্সপন্ডার বা GSM ডিভাইস স্থাপন	SCMFP	√	√								
১৯	স্থাপিত AIS ও/বা GSM সার্বক্ষনিক চালুকরণ	নৌযান মালিক, MFO ও উ: ম: দ:	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
২০	পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন	MFO ও উ: ম: দ:	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
	আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রংকরণ ও সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান											
২১	মহাপরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ	HQ-মৎস্য অধিদপ্তর	√									
২২	পর্যায়ক্রমে সকল আর্টিসানাল নৌযানের সুনির্দিষ্ট রংকরণ	MFO ও উ: ম: দ:		√ ৩০%	√ ২৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√*	√*	√*	√*
২৩	মহাপরিচালক কর্তৃক সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ	HQ-মৎস্য অধিদপ্তর	√									
২৪	পর্যায়ক্রমে সকল আর্টিসানাল নৌযানের সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান	MFO ও উ: ম: দ:		√ ৩০%	√ ২৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√ ১৫%	√*	√*	√*	√*
২৫	**কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ**	HQ-মৎস্য অধিদপ্তর ও MFO			√			√				√

নোট: √* বলিতে কার্যক্রমটি চলমান বুঝাইবে

ফরম-১

আর্টিসানাল ফিসিং বোট পরিদর্শন প্রতিবেদন

ভেসেল আই ডি : ....

পরিদর্শনের তারিখ : ....

ফিসিং বোটের নাম : ....

ফিসিং বোটের ধরন : ....

ফিসিং বোটের মালিকের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরঃ ....
....
....

রেজিস্ট্রেশন নংঃ.............. (যদি থাকে)

সি ও আই ইস্যু তারিখঃ..............(যদি থাকে)

ইঞ্জিন নং ও নির্মাণকারি দেশের নামঃ ....

বি এইচ পিঃ ....

বোটের দৈর্ঘ্যঃ.........মি.

প্রস্থঃ ....মি.

গভীরতাঃ ....মি.

ফিস হোল্ডের দৈর্ঘ্যঃ ....মি.

প্রস্থঃ ....মি.

গভীরতাঃ ....মি.

ব্রিজ রুমের দৈর্ঘ্যঃ ....মি.

প্রস্থঃ ....মি.

উচ্চতাঃ ....মি.

গ্রস টনেজঃ ....মে.টন

রেজি:/নেট টনেজঃ ....মে. টন

ফিস হোল্ডের ক্যাপাসিটিঃ .... মে. টন

জাল/বড়শীর ধরনঃ ....

জালের দৈর্ঘ্য/সংখ্যা/পরিমানঃ ....

মাছের প্রজাতির নামঃ (প্রধান প্রজাতি)
....
....

পোর্ট অব রেজিস্ট্রিঃ ....

ল্যান্ডিং সেন্টারের নামঃ ....

নাবিক সংখ্যাঃ ......জন

লাইফ জ্যাকেটঃ ....টি

লাইফ বয়াঃ ....টি

রেডিওঃ আছে/নাই

ফার্স্ট এইড বক্সঃ আছে/নাই

বালির বালতিঃ আছে/নাই

কম্পাসঃ আছে/নাই

বোটের নামাঙ্কিত (ইংরেজি/ বাংলা): আছে/নাই

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ/মতামতঃ

....
....

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি

*বি.দ্র: প্রথম চার ঘর-ARTI, পরের চার ঘর-জাতীয় মৎস্য নৌযানের রেজিস্টারের ভলিয়্যুম নম্বর, পরের চার ঘর-ভলিয়্যুম ক্রমিক নম্বর এবং পরের চার ঘর-বৎসর।

ফরম-১১
[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের আবেদন

বরাবর,
পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

বিষয়: আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদন।

জনাব,
মৎস্য আহরণের জন্য আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ অনুরোধ করছি।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
৩।	বহাল অনুমতিপত্রের নম্বর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:			
৪।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৫।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৮।	যে এলাকায় মৎস্য আহরণে আগ্রহী:			
৯।	সর্বশেষ মৎস্য আহরণকাল:			
১০।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:			
১১।	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিবরণী:			
১২।	বিগত এক বৎসর যে অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য অবতরণ করিয়াছেন:			

আমি/আমরা বাংলাদেশের সকল আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত যে কোনো বিধি বা আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

সংযুক্ত দলিলাদি:
১। এক কপি ফটোকপিসহ মূল অনুমতিপত্র।
২। বিগত এক বৎসরের মৎস্য আহরণের প্রতিবেদনের কপি।

ফরম-১০

[বিধি ১৬(৩) ও ১৭(৪)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর

মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র

আর্টিসানাল নৌযানের মালিকের ছবি

অনুমতিপত্র নং:.............................. তারিখ: ....

নিম্নবর্ণিত আর্টিসানাল নৌযানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ শর্তে এই অনুমতিপত্র প্রদান করা হইল এবং উক্ত নৌযান বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিধি, আদেশ বা নির্দেশ মানিয়া টেকসই মৎস্য আহরণ করিতে পারিবে।

এই অনুমতিপত্রের মেয়াদ দিন/মাস/বৎসর হইতে দিন/মাস/বৎসর পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসর এবং সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান মোতাবেক ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	(ক) আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
	(খ) মেরামতের তারিখ:			
৩।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৪।	ইঞ্জিন চালিত:	ইঞ্জিন সংখ্যা	ইঞ্জিন নম্বর	ইঞ্জিনের ক্ষমতা এইচপি
৫।	মালিকানার প্রকৃতি:	একক (ব্যক্তিগত) মালিকানা	অংশীদার/সমবায় ভিত্তিক মালিকানা	
৬।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৭।	মৎস্য আহরণকালীন লোকবল:	চালকের নাম	চালনায় সহায়ক কর্মী (জন)	শ্রমিক (জন)
৮।	মৎস্য আহরণের এলাকা:			
৯।	আহরিত মৎস্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা (কিলোগ্রাম):			
১০।	মৎস্য আহরণকাল:			
১১।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:			
১২।	যে অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য অবতরণ করিবে:			

শর্তাবলি

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য সকল বিধান প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) নৌযান পরিচালক (মেরিন) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শন করিবার জন্য উহাতে আহরণ এবং অনুমতিপত্র বা অন্য যে কোনো দলিল উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলে নৌযানের চালক উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(গ) অনুমতিপত্র সমুদ্রে যাত্রা ও মৎস্য আহরণকালে এবং অবতরণকালীন নৌযানের চালক সঙ্গে রাখিতে হইবে।

(ঘ) এই অনুমতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং অন্য কোনো নামের নৌযানের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য নহে।

(ঙ) এই অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং নবায়ন করা না হইলে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করা যাইবে না এবং পরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

দাপ্তরিক গোল সিল

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম, স্বাক্ষর ও তারিখসহ সিল

নবায়নের অংশ

নবায়নের তারিখ	নবায়নের মেয়াদ দিন/মাস/বৎসর	গোল সিল	পরিচালক (মেরিন) এর নাম, স্বাক্ষর, তারিখসহ সিল

ফরম-৯

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

আর্টিসানাল নৌযানের মালিকের ৩ কপি ছবি

বরাবর,

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

বিষয়: আর্টিসানাল নৌযান পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন।

জনাব,

মৎস্য আহরণের জন্য আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ অনুরোধ করছি।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, এনআইডি নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	(ক) আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
	(খ) মেরামতের তারিখ:			
৩।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৪।	ইঞ্জিন চালিত:	ইঞ্জিন সংখ্যা	ইঞ্জিন নম্বর	ইঞ্জিনের ক্ষমতা এইচপি
৫।	মালিকানার প্রকৃতি:	একক (ব্যক্তিগত) মালিকানা	অংশীদার/সমবায় ভিত্তিক মালিকানা	
৬।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৭।	মৎস্য আহরণকালীন লোকবল:	চালকের (মাঝি-মাল্লা) সংখ্যা	চালনায় সহায়ক কর্মীর সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
৮।	যে এলাকায় মৎস্য আহরণে আগ্রহী:			
৯।	আহরিত মৎস্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা (কিলোগ্রাম):			
১০।	মৎস্য আহরণকাল:			
১১।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:	লাইফ বয়া-..............টি	অগ্নি নির্বাপক বালতি........টি	
		লাইফ জ্যাকেট-.......... টি	বালুসহ বালতি-..........টি	
		ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স...টি	ফগ হর্ণ-..............টি	
		কম্পাস ....টি	সমুদ্রে পথে চলাচলের বাতিসেট....টি	
		পোর্টেবল রেডিও ....টি		
১২।	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিবরণী:			
১৩।	যে অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য অবতরণে আগ্রহী:			

আমরা বাংলাদেশের সকল আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত যে কোনো বিধি বা আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের নির্ধারিত রং

দূর থেকে, স্বল্প আলোতে এবং বৃষ্টি ও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় নৌযানসমূহকে দেখিতে ও চিহ্নিত করিতে আলোক বর্ণালীর উচ্চমাত্রায় দৃশ্যমানতা সম্পন্ন রং ব্যবহার করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের রং করণের ক্ষেত্রে পালনীয় বিষয়সমূহ হইলো:

১। অনেক দূর হইতে সহজেই সনাক্ত করিবার জন্য সকল আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের বডিতে উজ্জ্বল হলুদ রং ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এছাড়াও উক্ত মৎস্য নৌযানে নিম্নেবর্ণিত স্কেচ ড্রয়িং অনুসারে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের রং লাল ও সবুজের ২ টি তীর্যক ব্যান্ড নৌযানের উভয় পার্শ্বে দিতে হইবে।

৩। লাল ও সবুজের ২ টি তীর্যক ব্যান্ড নৌযানের উভয় পার্শ্বে নিম্নোক্ত ভাবে দিতে হইবে-

ক) লাল ও সবুজের ব্যান্ড নৌযানের সম্মুখ থেকে Length Over All (LOA) এর ২৫% পর থেকে শুরু হইবে এবং ৪৫° কোণে তীর্যকভাবে তাহা পিছনের দিকে যাইবে।

খ) লাল ব্যান্ড এর প্রসস্থতা LOA এর ১% এবং সবুজ ব্যান্ড এর প্রসস্থতা LOA এর ২% হইতে হইবে।

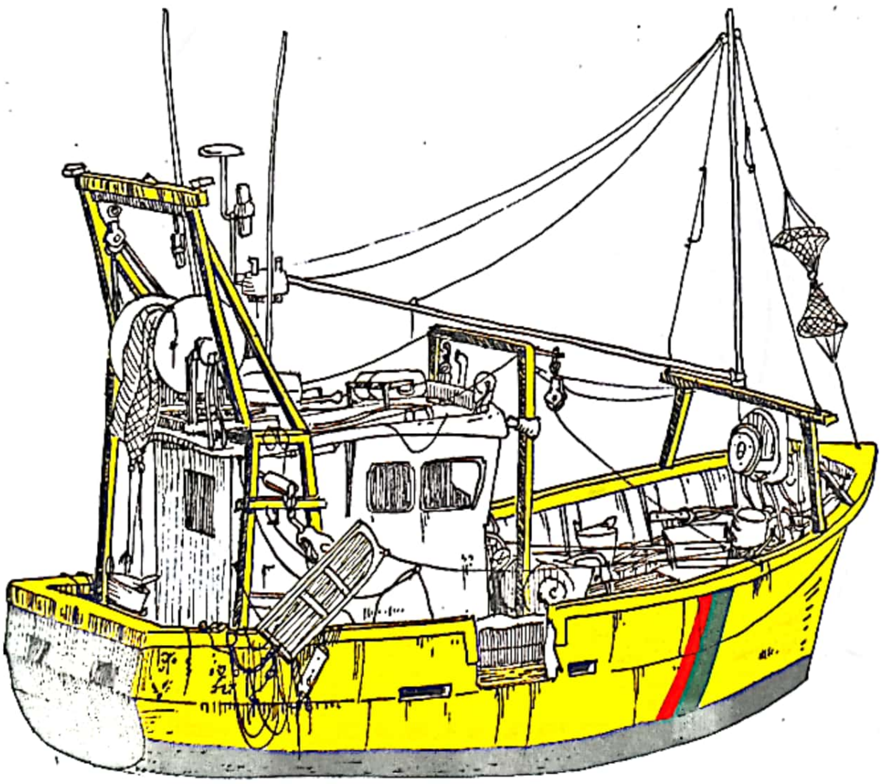

কাঠের নৌকার জন্য রং-এর নমুনা স্কেচ (রিগার ও ফ্রেম থাকিলে একই রং ব্যবহার হইবে; জলমগ্ন ও সংলগ্ন অংশে কাল রং বা আলকাতরা ব্যবহার করা যাইবে)।

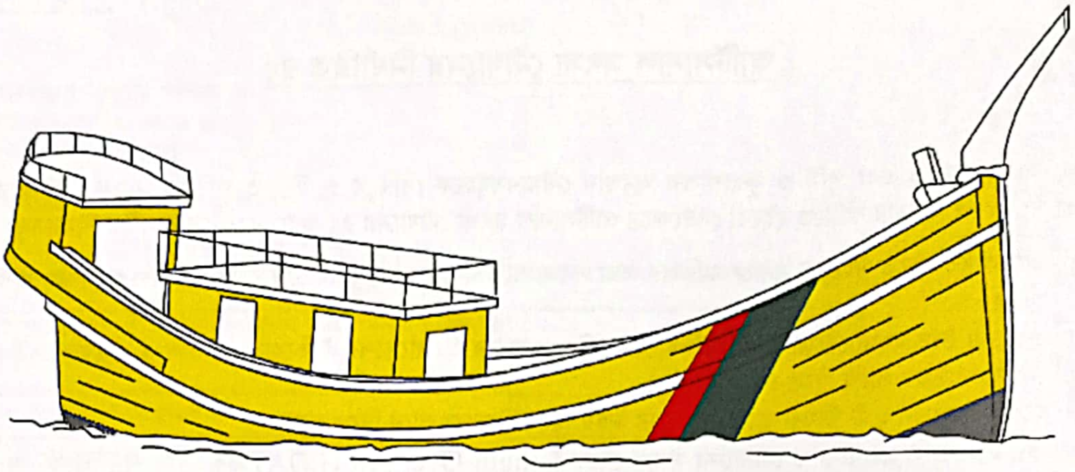

কাঠের নৌকার জন্য রং-এর নমুনা স্কেচ (কেবিনে বাহিরের দিকে একই রং ব্যবহার করিতে হইবে; জলমগ্ন ও সংলগ্ন অংশে কাল রং বা আলকাতরা ব্যবহার করা যাইবে) ।

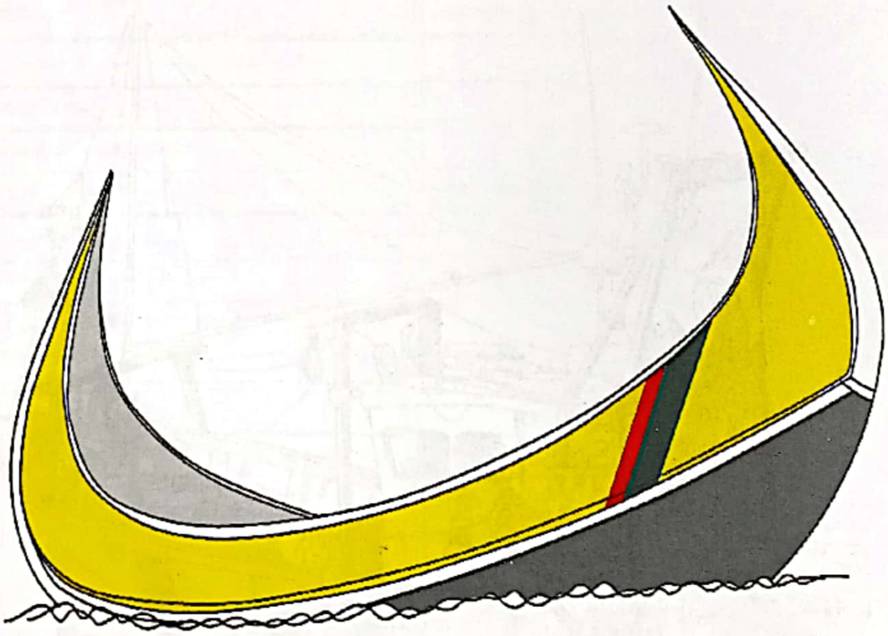

কাঠের চান্দি নৌকার জন্য রং-এর নমুনা স্কেচ (জলমগ্ন ও সংলগ্ন অংশে কাল রং বা আলকাতরা ব্যবহার করা যাইবে)।

(খঃ মাহবুবুল হক)
মহাপরিচালক (চ. দা.)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিজি প্রেস-৩৬১৭ কম(বি-১১)/২০২৩-২৪—৫০০ বই, ২০২৪ ।